Sanatan Dharma

মা সীতাকে অপহরণ

মা সীতাকে অপহরণ করে রাবণ যখন শ্রীলঙ্কায় গিয়েছিল তখন পুষ্পক বিমানের পথ কী ছিল?

,

রাবণ পঞ্চবটি (নাসিক, মহারাষ্ট্র) থেকে মা সীতাকে অপহরণ করে পুষ্পক বিমানে হাম্পি (কর্নাটক), লপোক্ষী (অন্ধ্রপ্রদেশ) হয়ে শ্রীলঙ্কায়.
পৌঁছেছিলেন।আশ্চর্য লাগে যখন আমরা আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে দেখি যে নাসিক, হাম্পি, লপোক্ষী এবং শ্রীলঙ্কা একটি সরলরেখায় রয়েছে। অর্থাৎ পঞ্চবটি থেকে শ্রীলঙ্কার সবচেয়ে ছোট পথ এটি। বাল্মীকি সীতার অপহরণের জন্য শুধুমাত্র সেই স্থানগুলি উল্লেখ করেছেন যেগুলি পুষ্পক বিমানের সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত এবং সবচেয়ে সরাসরি পথ ছিল । পঞ্চবটি হল সেই জায়গা যেখানে ভগবান শ্রী রাম, মাতা জানকী এবং ভাই লক্ষ্মণ তাদের বনবাসের সময় বাস করছিলেন।, এখানেই শূর্পণখা এসে লক্ষ্মণকে বিয়ে করার জন্য উপদ্রব শুরু করেন। বাধ্য হয়ে লক্ষ্মণ শুপর্ণখার নাক কেটে দেন। এবং আজ আমরা এই জায়গাটিকে নাসিক (মহারাষ্ট্র) হিসাবে জানি ,
পুষ্পক বিমানের কাছে গিয়ে সীতাজি দেখতে পেলেন পাহাড়ের চূড়ায় বসে থাকা কিছু বানর কৌতূহলীভাবে উপরের দিকে তাকিয়ে আছে, তখন সীতা তার কাপড়ের গোড়া ছিঁড়ে তাতে তার কঙ্কন বেঁধে নীচে ফেলে দেন, যাতে রামকে খুঁজে পেতে সাহায্য করা যায়। .সীতাজী যে জায়গায় এই অলঙ্কারগুলি ঐ বানরদের নিক্ষেপ করেছিলেন সেটি হল 'ঋষ্যমূক পর্বত' যা বর্তমান হাম্পিতে (কর্নাটক) অবস্থিত। এর পরে... জটায়ু, সীতাজীকে কাঁদতে দেখে, দেখে যে কিছু রাক্ষস জোর করে একজন মহিলাকে তার বিমানে নিয়ে যাচ্ছে। জটায়ু সীতাকে উদ্ধার করতে রাবণের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন। রাবণ তলোয়ার দিয়ে জটায়ুর ডানা কেটে ফেলে। এরপর সীতার সন্ধানে রাম ও লক্ষ্মণ এলে প্রথমে দূর থেকে জটায়ুকে সম্বোধন করেন 'হে পাখি'। আর সেই জায়গার নাম দক্ষিণের ভাষায় 'লপোক্ষী' (অন্ধ্রপ্রদেশ)।,পঞ্চবতী---হাম্পি---লপোক্ষী---শ্রীলঙ্কা। সোজা পথ - সবচেয়ে ছোট পথ।
এটাই মহর্ষি বাল্মীকির লেখা প্রকৃত ইতিহাস। যার সব বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আজ পাওয়া যাচ্ছে।

Published on: Dec, 27 2022 08:55